STATE AGRICULTURAL TECHNOLOGISTS' SERVICE ASSOCIATION
satsa
WEST BENGAL
www.satsawb.org

সাট্‌সা বুলেটিন

৬ষ্ঠ বর্ষ ২৬তম সংখ্যা আগস্ট, ২০১৫

সম্পাদকীয়.....

'আওলা বরষা'—দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এ বছর বর্ষার আগমন ঘটেছে, স্বাভাবিক সময়ের প্রায় এক সপ্তাহ পরে। মৌসম বিভাগের পূর্বাভাস ছিলো—''এল নিনোর'' প্রভাবে এবছরও মরশুমি বৃষ্টির পরিমাণ ১২ শতাংশ কম হবে। আগষ্ট মাস অবধি দেশের বৃষ্টিপাত অঞ্চল হিসাবে ৩টি অতিরিক্ত, ১৮টিতে স্বাভাবিক এবং ১৫টি অঞ্চলে কম বৃষ্টিপাত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে মরশুমের শুরুতেই ১২টি জেলাতে বন্যা খরিফ শস্যের প্রভূত ক্ষতি করেছে। এই খরিফে পুনর্নির্মান প্রকল্প এবং প্রাক্-রবিতে অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন করে এই ঘাটতি মেটাতে হবে।

সাধারণ কৃষিজীবি মানুষ একদিকে যেমন প্রকৃতির খাম খেয়ালিপনার শিকার অন্যদিকে দেশের উদার অর্থনীতির বলি। নব্বই দশকে নব্য উদারনীতির জয় যাত্রা শুরুর সময় থেকে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সাধারণ মধ্যবিত্ত, কৃষিজীবি থেকে শুরু করে প্রান্তিক মানুষ কোন সুফল পাননি, তাদের জীবনযাত্রা ক্রমশ দুর্বিষহ হচ্ছে। সাম্প্রতিক ''আর্থ-সামাজিক ও জাতিগত জন গণনা - ২০১১'' সমীক্ষার তথ্যে সেই ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে। এই সমীক্ষা গ্রামীণ ভারতের উন্নয়নের এক করুণ চিত্র। ৭৫ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারের মাসিক আয় পাঁচ হাজার টাকা। স্বাধীনতার পর দারিদ্র দূরীকরণের নানা কর্মসূচী যে সঠিকভাবে রূপায়িত হয়নি, তার প্রতিচ্ছবি উন্মোচিত এই সমীক্ষাতে, প্রায় ৪৯ শতাংশ গ্রামীণ পরিবার এখনও দারিদ্রতার মাপকাঠিতে পরিগণিত। সারাদেশে কৃষকদের আত্মহত্যার পরিসংখ্যাও খুব ভয়াবহ। NCRB প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ২০১৪ সালে

সারা দেশে প্রায় ১২৩৬০ জন কৃষক আত্মঘাতী হয়েছেন, এটা ২০১৩ সালের তুলনায় প্রায় ৫ শতাংশ বেশি। কৃষক-কৃষি মজুরের মৃত্যু মিছিলের প্রতি পূর্বতন সরকারের মতো বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারও কেন এত উদাসীন? সাময়িকভাবে ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার পরিবর্তে কেন রূপায়িত হচ্ছে না দীর্ঘ স্থায়ী সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা? কর্পোরেট দুনিয়ার প্রতি সরকার যত উদার ও সহনশীলতা প্রদর্শন করেছে, কৃষক সমাজের প্রতি যেন ততটাই উদাসীন। রাসায়নিক সার, কৃষি উপকরণে সহায়তা ও ভর্তুকী ক্রমশ কমছে অথচ এই বছরেই বাজেটে কর্পোরেট করের হার ৩০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২৫ শতাংশ করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ সালের বাজেটে সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিতে বরাদ্দ কমানো হয়েছে ৪.৩৯ লক্ষ কোটি—''শুভ দিনরে''—এই কি লক্ষণ!

আশার কথা আমাদের রাজ্য সরকার কৃষককে মহাজনী ঋণের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করবার জন্য 'কিষাণ ক্রেডিট কার্ড' কে একটি সার্বজনীন রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন যা এখনো জারি আছে। সরকার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষককে অতি দ্রুততার সঙ্গে কৃষি উপকরণের জন্য চেকের মাধ্যমে ক্ষতি পূরণ দিয়েছেন, যা অবশ্যই ধন্যবাদযোগ্য। কিন্তু ফসল ওঠার সময়ে ফসলের মূল্য দ্রুত নেমে যাওয়ার ফলে উৎপাদনকারী ক্ষুদ্র-প্রান্তিক কৃষক মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন যা তাদের অনেকের মধ্যে হতাশার জন্ম দিচ্ছে, এব্যাপারে সরকারকে পূর্বপরিকল্পিত ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। রাজ্যে নতুন তৈরী হওয়া কৃষি মাণ্ডিগুলিকে দ্রুত চালু করে কৃষক হিতার্থে ব্যবহার করতে হবে। তবে কেন্দ্রীয়স্তরে ''প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সিঞ্চাই যোজনা''—এক নতুন উদ্যোগ, যাতে জলবিভাজিকা, জলসেচ প্রভৃতির জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৫৩০০ কোটি টাকা যা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে কৃষকেরা উপকৃত হবেন বলে আশা করা যায়। কৃষকদের সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় বাজেটেও সবোর্চ্চস্তরে 'কৃষক মাণ্ডি' করবার প্রস্তাবনা আছে।

অর্থনৈতিক সংস্কারের নামে উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর সংকোচন, ভর্তুকী হ্রাস প্রভৃতি অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত। রাজস্ব ঘাটতি (Fiscal Deficit) এর পিছনে এই ''অপ্রয়োজনীয় ভর্তুকী'' কে বড় করে দেখানোর মধ্যেও প্রকৃত তথ্য গোপন করার প্রয়াস আছে। বিগত একাদশ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা ও বর্তমান দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে সর্বোমোট বরাদ্দ সাকুল্যে ২.৫ লক্ষ কোটি টাকা অথচ ২০০৪-০৫ সাল থেকে বাণিজ্যিক সংস্থাগুলিকে মোট কর ছাড়ের পরিমাণ প্রায় ৪২ লক্ষ কোটি টাকা। গ্রীসের ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকট কি আমাদের জন্য ইঙ্গিত বহন করে না?

কৃষি দফতরের আধিকারিকেরা কেন্দ্র ও রাজ্যের সমস্ত পরিকল্পনা রূপায়নে অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে এবং দক্ষতার সাথে তা সম্পন্ন করছে। জাতীয়স্তরে উৎকর্ষতার নিরিখে পরপর কৃষি কর্ম্মন পুরস্কার অর্জনে, কৃষকদের সাথে প্রযুক্তিবিদ্ তথা কৃষি আধিকারিকদের অবদান অনস্বীকার্য। নিজেদের দফতরের কাজকর্মের পরিধি ছাড়িয়ে বিভিন্ন দপ্তরের কার্যক্রমের অতিরিক্ত দায়িত্বও কৃষি আধিকারিকেরা প্রতিপালন করছে। অথচ তাদের সমস্ত নায্য দাবী ও সরকারী সুবিধা এখনও অধরা, এবিষয়ে আমরা বর্তমান সরকারের কাছে সুবিচার আশা করি।

সরকারী দায়িত্ব প্রতিপালন করতে গিয়েও আমরা নিগৃহীত হয়েছি, তিনটি জেলার তিনটি ব্লকে। এই ঘটনায় আমরা মর্মাহত, ব্লকস্তরে কর্মরত আধিকারিকদের মনোবলে চিড় ধরেছে। তবু এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও আমরা দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট। কোনো অবহেলা নয়, দায়িত্বে অটুট থেকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের সরকারী অনুদান যথাসময়ে চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে। সরকারের কর্মযজ্ঞে ও লক্ষ্যপূরণে আমরা অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ। একইসাথে আমরা সদস্যদের নিগ্রহের ঘটনার যথাযথ প্রশাসনিক ও আইনগত ব্যবস্থা কামনা করি।

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির ২০১৫–১৬ বর্ষের প্রথম সভার প্রতিবেদন

নব নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম সভায়, সংগঠনের রাজ্য সভাপতি, শ্রী মুরারী যাদব সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। শ্রী যাদব, তার প্রাথমিক বক্তব্যে উল্লেখ করেন কৃষি দফতর এক সংকটময় ও কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে এগিয়ে যাচ্ছে, এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সকলের একতা ও ধৈর্য্য বিশেষ প্রয়োজন।

পুনঃনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক শ্রী গৌতম ভৌমিক সকলকে স্বাগত জানিয়ে আগামী দিনে পথ চলার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

১) কৃষি অধিকার ও সচিবালয়ে - একজন করে প্রযুক্তি বিষয়ক আধিকারিকের পদ সৃষ্টির দাবী পেশ করা হয়েছে।

২) জেলাতে উপকৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) ও মহকুমার সহ কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) এর ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট খোলার ব্যাপারে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে।

৩) ''স্কেল-নির্ভর-পদ'' (SLD) এর বিষয়টিতে অর্থদপ্তর সদর্থক ভূমিকা না নিলেও, সম্ভবত দফতরের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণ কমিটি (Apex Body) তে আলোচিত হবে।

৪) কৃষি অধিকর্তা ও পদাধিকার বলে সচিব পদটির নিয়োগের আইন-কানুনের ক্ষেত্রে যে অস্বচ্ছতা রয়েছে, তা অ্যাপেক্স কমিটির মাধ্যমে দূরীভূত করা হবে।

শ্রী তপন দাস, সহ-সভাপতি সাট্‌সা 'SLD' নিয়ে তার বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন কৃষি দফতরের আধিকারিকদের অযৌক্তিকভাবে SLD থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে কারণ এই সুবিধা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকেরা পেয়েছেন। অন্য একটি বিষয় তথা কৃষি ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি জানান, দফতর এখন শুধু NOC উপর অনুমোদন দেবে না, কৃষি বিভাগের নামে জমি নথিভুক্ত (R-O-R) করার ব্যাপারটি জরুরী।

পরে তিনি উল্লেখ করেন, কৃষি অধিকারে এক অভূতপূর্ব সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছে, বর্তমানে কাউকে কৃষি অধিকর্তার দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। পূর্বতন কৃষি অধিকর্তা, ডঃ পরিতোষ ভট্টাচার্য্যকে তার অবসর গ্রহণের পর এক নতুন পদ সৃষ্টি করে স্বল্প সময়ের জন্য অস্থায়ী দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শ্রী ভৌমিক আরো বলেন যে ১২১ জনের বদলির আদেশনামা—কৃষি অধিকর্তা ও পদাধিকার বলে সচিবকে কোনো উপযুক্ত নোটিফিকেশন ছাড়াই প্রকাশ করতে বলা হয়েছে।

সংগঠনের পঞ্চম দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভার পরবর্তী সময়ে যে যে বিশেষ বিষয় নিয়ে সংগঠন অবিচ্ছন্নভাবে তার প্রচেষ্টা জারি রেখেছে তা তুলে ধরেন—

শ্রীমৃদুল সাহা, সহ-সভাপতি সাট্‌সা, মন্তব্য করেন, এই কার্যকরী সমিতির গৃহীত সিদ্ধান্ত সদস্যদের মধ্যে সঠিকভাবে ব্যাখা করলে সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করা যাবে।

শ্রী অরুণাভ মাইতি, সহ-সভাপতি সাট্‌সা, তার বক্তব্যে উষ্মা প্রকাশ করে বলেন সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করলেও আমাদের নায্য দাবী-দাওয়ার প্রতি সরকার উদাসীন।

শ্রীকমল ভৌমিক, যুগ্ম সম্পাদক (সংগঠন) - সকলকে এই প্রতিকূল সময়ে আশাবাদী মনোভাব নিয়ে এগিয়ে চলার আহ্বান জানান। তিনি আরও উল্লেখ করেন জেলাতে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সাপেক্ষে সদস্যদের চিন্তাভাবনার মূল্যায়ণ করা উচিত। তিনি সমস্ত বরিষ্ঠ সদস্যদের কাছে আহ্বান জানান নতুন প্রজন্মের নেতৃত্বকে সংগঠনের নীতি, আদর্শের অভিমুখে পরিচালনা ও সময়োপযোগী দিশা দেখানোর জন্য।

শ্রী সংগীত শেখর দেব, যুগ্ম সম্পাদক (গবেষণা) - তার বক্তব্যে গবেষণা শাখায় বর্তমানে অনেকগুলি শূন্যপদ থাকার কথা উল্লেখ করেন। তিনি জানান - ৫০ শতাংশ পদে সরাসরি প্রমোশনের আদেশনামা সাময়িকভাবে রহিত করা গেলেও স্বাভাবিক নিয়ম মাফিক প্রমোশনের পদ্ধতিও বন্ধ। গবেষণা শাখায় ''স্কেল-নির্ভর-পদ'' এর বিষয়টির কোন

এরপর দ্বিতীয় পাতায়

সন্দেশ এক নজরে—

১) সম্প্রসারণ শাখায় ৩১ জনের Confirmation এর আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে।

২) দীর্ঘদিন পর সম্প্রসারণ শাখায় একসাথে ১২১ জনের বদলির আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে।

৩) সম্প্রসারণ শাখার নতুন Gradation List প্রকাশের কাজ দ্রুততার সঙ্গে চলছে।

৪) আলিপুরদুয়ার জেলাকে নতুন কৃষি জেলা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

৫) সম্প্রসারণ শাখায় নতুন কৃষি আধিকারিক নিয়োগের পদ্ধতি সংগঠনের উদ্যোগে দ্রুততার সাথে চলছে। লিখিত পরীক্ষার মেধা তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, ইন্টারভিউ ১৪/৯/১৫ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে।

৬) ২০১৫ সালের দ্বি-বার্ষিক সভার Proceeding প্রকাশিত হয়েছে।

৭) সম্প্রসারণ শাখায় ৪৮ জনের ৮ বছরের MCAS এবং ৯ জনের ১৬ বছরের MCAS আদেশনামা শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

৮) সম্প্রসারণ শাখায় ২৪ জনের ১৯নং স্কেলে উন্নতীকরণের আদেশনামা শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

সাট্‌সা দক্ষিণ ২৪ পরগণা শাখার উদ্যোগে রক্তদান শিবির

গত ২৬শে জুলাই, ২০১৫ বারুইপুর মহকুমা কৃষি খামারে সাট্‌সা দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা শাখার আয়োজনে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। গ্রীষ্মকালে ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে রক্তের যোগান ভীষণভাবে কমে আসে

Members of South 24 Pgs Unit of SATSA,WB Donating Blood

এবং এই সময়ে মুমূর্ষু রোগীর রক্তের চাহিদা মেটানো ভীষণ কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে, এই সমস্যার কথা মাথায় রেখে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। উক্ত রক্তদান শিবিরকে সফল করে তুলতে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর (পূর্ব) বিধান সভার বিধায়ক মাননীয় শ্রী নির্মল মণ্ডল মহাশয়। কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন শ্রী মুরারী যাদব, শ্রী গোষ্ঠ ন্যায়বান, শ্রী সুজন কুমার সেন, শ্রীশরদিন্দু পাল মহাশয়গণ। উক্ত শিবিরে সংগঠনের সদস্য ও এলাকার কৃষক ভাই মিলিয়ে ৪৯ জন রক্তদান করেন।

কৃষি আধিকারিকদের নিগ্রহের ধিক্কার জানায় সাট্‌সা

কৃষকদের উন্নতির জন্য সরকারী পরিকল্পনা রূপায়ণে কৃষি আধিকারিকরা প্রাণপাত করছেন। এহেন কৃষি আধিকারিক তথা সাট্‌সার সদস্যরা রাজ্যের বিভিন্নস্থানে সরকারী কাজ সম্পন্ন করার সময় একদল স্বার্থান্বেষী মানুষের দ্বারা নিগৃহীত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছেন। সাট্‌সা, এই ধরনের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদন ও নিন্দা করছে এবং প্রশাসনের কাছে এর বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানাচ্ছে।

সরকারী কৃষি আধিকারিক নিয়োগের ইন্টারভিউ শুরু হচ্ছে

পশ্চিমবঙ্গ লোকসেবা আয়োগ অবশেষে কৃষি আধিকারিক নিয়োগের ইন্টারভিউয়ের দিনক্ষণ নির্ধারণ করেছে। ৩১শে আগস্ট থেকে ১৪ই সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ইন্টারভিউ চলবে। আশাকরা যায় ২০১৫ সালের মধ্যে এই নিয়োগ কার্য সমাধা হবে।

প্রথম সভার প্রতিবেদন...

প্রথম পাতার পর

অগ্রগতি হয়নি বলেও তিনি জানান।

শ্রী সুজন কুমার সেন - দপ্তর সম্পাদক - তার বক্তব তুলে ধরেন — যেন কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির সিদ্ধান্ত জেলার সদস্যদের মধ্যে জোর করে চাপিয়ে না দিয়ে যুক্তিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। তিনি প্রত্যেক জেলা সম্পাদককে অনুরোধ করেন তারা যেন তাঁর জেলার জন্য নির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত সম্পাদকমন্ডলীর সদস্যদের সাথে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রক্ষা করেন,

তিনি আরো পরামর্শ দেন যে জেলা সদস্যদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি বা বির্তকের সৃষ্টি হলে তা জেলাতেই সমাধানের চেষ্টা করতে হবে।

শ্রী গোষ্ঠ ন্যায়বান - যুগ্ম সম্পাদক (পত্রিকা ও প্রচার) জানান - উপযুক্ত লেখা না পাওয়ার জন্য ''সাট্‌সা মুখপত্র'' প্রকাশে অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি সাট্‌সা প্রকাশনা, ওয়েবসাইট ও সদস্যদের প্রোফাইল প্রভৃতি বিষয়ের উন্নতি সাধনে কয়েকটি পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন। সাট্‌সার কৃষি পুস্তিকা বন্টন ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন সমবায় সমিতির সাহায্য নিতে বলেন।

শ্রীশঙ্কর দাস, যুগ্ম সম্পাদক (আইন কানুন) - ''স্কেল-নির্ভর-পদ'' এর উপর বিশেষ জোর দিতে বলেন।

পরবর্তী পর্যায়ে কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির বিভিন্ন সদস্যরা তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন। তারা সাম্প্রতিক বিভিন্ন প্রশাসনিক বিষয় ও সংগঠনের কার্যক্রম ও ভবিষ্যত ভাবনা প্রভৃতি বিষয়ে নিজেদের মতামত প্রকাশ করেন।

সভাতে সদস্যদের সুবিধার জন্য ''হেলথ স্কীমের''—ব্যাপারে একটি উপ-সমিতি গঠন করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

বিভিন্ন জেলা থেকে আগত জেলা সম্পাদকরা সংক্ষেপে তাদের জেলার সমস্যা ও সমিতির কার্যক্রম সম্বন্ধে অবহিত করেন। তারা গভীর উদ্বেগের সাথে উল্লেখ করেন বিভিন্ন সরকারী প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক সঠিক দিক-নির্দেশের অভাব, অসুবিধা এবং অসম্পূর্ণতার কথা তুলে ধরেন।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক সুবিধা প্রদানের নতুন প্রকল্প - SDRF এর জন্য সুনির্দিষ্ট সরকারী নিয়মাবলী ও আদেশনামা নেই বলেও তারা জানান।

SDRF-এর অধীনে ব্লকস্তরে একটি কমিটি গঠন করার বিষয়ে সব জেলা সম্পাদকই অভিমত প্রকাশ করেন।

ব্লকস্তরে ক্রমাগত কাজের বোঝা বাড়ছে, তাই বেশ কয়েকজন জেলা সম্পাদক, প্রতিটি ব্লকে দুইজন কৃষি আধিকারিকের পদের জন্য মত প্রকাশ করেন।

দার্জিলিঙের জেলা সম্পাদক অনুরোধ করেন - উত্তরবঙ্গের জন্য অতিরিক্ত কৃষি অধিকর্তা (উত্তরবঙ্গ) কে হেলথ্ স্কীম ও তৎসংক্রান্ত কার্যপ্রণালীর জন্য ডি.ডি.ও হিসাবে ঘোষণা করা হোক।

সকল জেলার পক্ষে আবেদন করা হয় যেন গাড়ী ভাড়া করার অর্থ ও কৃষি মেলার বকেয়া টাকা শীঘ্রই বরাদ্দ করা হয়। তাছাড়া e-governance এ ব্যবহৃত বিভিন্ন কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও তৎসংক্রান্ত যন্ত্রাদি মেরামতির ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও অর্থ বরাদ্দ করতে অনুরোধ করেন।

সমস্ত স্তরে শূন্যপদ পূরণের জন্যও এক সদর্থক পদক্ষেপ নিতে সকলে সংগঠনকে আহ্বান করেন।

তখন থেকে আজ পর্যন্ত বহু পরী(া-নিরী(ার মধ্যে দিয়ে আমাদের জল-হাওয়ার উপযোগী দেশী-বিদেশী সবজী বীজ আমরা সরবরাহ করে আসছি, আপনার প্রয়োজনীয় সেরা বীজটিও আমাদের কাছেই পাবেন

ভারত নার্শারী প্রা. লি.
৬০এ, অরবিন্দ সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৫
ফোন (০৩৩)২৫৫৫ ২৪২২, (০৩৩)২৭০৫ ০২৫৪, (০৩৩)২৫৩০ ৮৮২
ফ্যাক্স (০৩৩)২৫৪৩ ৭১৮২, (০৩৩)২৫৩০ ১২৩৪
E-mail : bhratnpl@vsnl.net.
http: www.bharatnursery.com

টোটালের আশ্বাস বিশ্বমানের চাষবাস

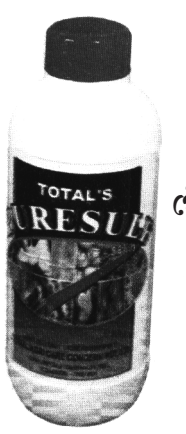

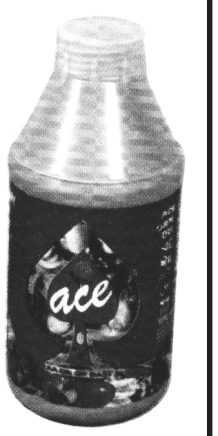

জৈব সার
অণু খাদ্য (মাটি ও পাতায় প্রয়োগ)
মৃত্তিকা উর্বরক
গৌণ খাদ্য
টোটাল
উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক
মুখ্য খাদ্য
ছত্রাকনাশক ও অ্যান্টিবায়োটিক
মাছের খনিজ খাবার

Total টোটাল এগ্রিকেয়ার কনসার্ন প্রা.লি.
১২এ, নেতাজী সুভাষ রোড (দ্বিতল), কলকাতা - ৭০০ ০০১

স্টেট এগ্রিকালচারাল টেকনোলজিস্টস্ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন, ওয়েস্টবেঙ্গল-এর পক্ষে শ্রী মৃত্যুঞ্জয় মর্দন্য কর্তৃক সম্পাদিত ও ৮ডি, কৃষ্ণ লাহা লেন, কোলকাতা-১২ থেকে এবং রয় এন্টারপ্রাইজেস্-৯৮৩০৮৬৪৭০৩, কোলকাতা-২৬ দ্বারা মুদ্রিত, বিনিময় মূল্য ২ টাকা